বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
আইন বিভাগ

পি, এ, বি, এক্স- ৯৫৬০০২১-৫
৯৫৬০০৩১-৫
ফোন ঃ ৯৫৫৩০০১

নং-প্রকা/আইন-৭৯৫(অংশ-৫)/২০১৬-২০১৭/ ৫৫৭

তারিখঃ ০৩-১০-২০১৬খ্রিঃ

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়
২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

"বিষয়টি অতীব জরুরী"

বিষয়ঃ অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মামলা সমুহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও উহা অর্জনের কলা-কৌশল প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ ভিত্তিক প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আদালতে দায়েরকৃত মামলা নিষ্পন্নের হার খুবই মন্থর। ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে অনেক সময় ঋণ গ্রহীতা উচ্চ আদালতে আপীল/ রিভিশন/ রীট ইত্যাদি মামলা দায়ের করে থাকেন। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে প্রদত্ত ডিমান্ড/লিগ্যাল/স্পেশাল ইত্যাদি নোটিশ কিংবা শাখা হতে গৃহীত মামলা সংক্রান্ত পদক্ষেপের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ সংক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয় এবং ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ স্থগিত /মন্থর করার লক্ষ্যে ইনজাংশান/ষ্টে-অর্ডার/ষ্ট্যাটাস-কো ইত্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে আদালতের শরণাপন্ন হয়। ফলশ্রুতিতে মামলায় জড়িত ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ পাওনা আদায় /নিষ্পত্তিতে বিরূপ প্রভাব পড়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ০১-০৭-২০১৬ তারিখ ভিত্তিক অর্থ ঋণ আদালতে মামলায় জড়িত অর্থ আদায়/হ্রাসের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী নিম্নরূপভাবে একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	০১-০৭-২০১৬ ভিত্তিক মামলার		২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আদায়ের/হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
০১	ঢাকা	২৯৭	৮৪৯.৬০	৪৫	১৩৫.৩০
০২	চট্টগ্রাম	১২৪	৩৩৭.২২	১৯	৩০.০০
০৩	খুলনা	২৬৯	৯৩.৫৫	৪১	১৬.০০
০৪	কুষ্টিয়া	৫৮	৯.৯১	১০	২.৪০
০৫	বরিশাল	৩৩৩	২.২২৩	৫০	০.৭৫
০৬	সিলেট	২০	৪.৭৩	০৪	০.৪৫
০৭	ফরিদপুর	৩০	২.১৪	০৫	০.৫০
০৮	কুমিল্লা	১৪৮	৫৮.১৭	২০	৬.৬০
০৯	ময়মনসিংহ	৬৭	১২.৭০	১০	৩.০০
১০	এলপিও	৪০	৮৬.১৬	০৬	১৫.০০
মোট ঃ		১৩২৬	১৪৫৬.৪১	২১০	২১০.০০

০২। বিভাগীয় কার্যালয়সমুহ পত্র প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অঞ্চলওয়ারী বন্টন পুর্বক উহার কপি অত্র বিভাগে প্রেরণ করবেন।

০৩। আলোচ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কলা-কৌশল অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হলো ঃ

(ক) অত্র বিভাগের ০৫-০২-১৫ তারিখের ৪৮৩(৪৬) নং পত্রমতে প্রত্যেক অঞ্চল হতে মামলা তদারকির জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অঞ্চলের সকল অর্থ ঋণ মামলার জোর তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে অঞ্চলের সকল মামলার তথ্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণ পুর্বক মামলার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। অত্র বিভাগ কর্তৃক যা সময়ে সময়ে তদারকি করা হবে। ইতোপুর্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা যদি বদলী হয়ে থাকে তাহলে নতুনভাবে কর্মকর্তা নিয়োগ করতঃ নিয়োজিত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর আওতায় মামলা দায়ের ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কিত সম্যক ধারনা/সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় অঞ্চল ভিত্তিক কর্মকর্তা নির্বাচন করে প্রশিক্ষণের জন্য দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। সেমতে আইন বিভাগকে অবহিত করলে আইন বিভাগ হতে একজন কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ সভায় অংশগ্রহণ করবে।

(গ) *আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করণঃ* দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন। মামলা দায়েরের পর আইনজীবীর সাথে মামলা পরিচালনায় তৎপর হতে হবে ব্যর্থতায় মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসুত্রিতাসহ তদবিরের অভাবে মামলা খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও অঞ্চল/বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। যাতে মামলার সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনাসহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগের প্রতিনিধি/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন;

(ঘ) *মধ্যস্থতা ঃ* অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় বিবাদী তার লিখিত জবাব দাখিলের পর মাননীয় আদালত কর্তৃক বর্তমানে ধারা ২২-২৫ এর বিধান সাপেক্ষে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলাতে নিযুক্ত আইনজীবীগণ কিংবা আইনজীবী নিযুক্ত না হয়ে থাকলে পক্ষগণের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসুত্রিতা নিরসন তথা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;

(ঙ) *বিডার সংগ্রহ করণঃ* ১২ ধারা অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে এবং যে সমস্ত জারী মামলায় আদালত কর্তৃক নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় সে সমস্ত মামলায় যাতে কমপক্ষে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধে আগ্রহী এমন তিন বা ততোধিক বিডার পাওয়া যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে এব্যাপারে স্থানীয় ধনাঢ্য/গন্যমান্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে নিলামে ডাককৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে;

(চ) *বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখল ও বিক্রয়ের অধিকার ঃ* ডিক্রীর দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ন্যস্তকৃত বন্ধকী সম্পত্তি মাননীয় আদালত কর্তৃক ডিক্রীদারকে অর্থ ঋণ আদালত আইন -২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক ভোগদখলের অধিকারসহ নিজ উদ্যোগে বিক্রি করার অধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এহেন অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপককে ৩৩(১),(২),(৩) ও (৪) উপ- ধারা অনুসরন পুর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলাম বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত দায়িককে ফেরত দিতে হবে আর কম হলে বাকী পাওনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ও সংশ্লিষ্টদের অন্যান্য সম্পত্তির তফসিল অর্ন্তভুক্ত করে দ্বিতীয় জারী মামলা করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরন করা হলে ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করা সম্ভব হবে;

চলমান পাতা/২

(ছ) *বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব অর্পণঃ* ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি একই আইনের ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক ডিক্রিদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বিজ্ঞ আদালত ডিক্রিদারকে প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মুল্য অবশ্যই ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হতে হবে। যদি সরেজমিনে দেখা যায় বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মুল্য ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী তাহলে মালিকানা স্বত্বের জন্য আবেদন করতে হবে, অন্যথায় নহে। এ প্রক্রিয়া মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায় । মালিকানা স্বত্ব পাওয়া গেলে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ৭০/২০০০ তারিখ ১৮-১২-২০০০ এর নির্দেশনা অনুসরন করে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব বন্ধ করতঃ হিসাবের সমুদয় টাকা ১৩৬ অর্জিত সম্পদ খাতে স্থানান্তর করতে হবে। এতে করে মামলায় জড়িত শ্রেণীকৃত বিপুল অংকের ঋণ হ্রাস পাবে।

(জ) *পুনরায় বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তির প্রয়াস গ্রহণ ঃ* অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ২২ ধারার অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি না হলে আদালত কর্তৃক রায় বা আদেশ প্রদানের পুর্বে মামলার যে কোন পর্যায়ে উভয় পক্ষ আদালতের অনুমতিক্রমে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিস্পত্তি করতে পারে মর্মে বিধান থাকায় এই প্রক্রিয়া অনুসরন করা হলে তা মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

(ঝ) *ডিক্রির টাকা যথাসময়ে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণঃ*

ডিক্রিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্রির নির্দেশনা মোতাবেক অর্থ আদায় না হলে ব্যাংক কর্তৃক ২৮ ধারার বিধান মতে ডিক্রির তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে ডিক্রি জারী মামলা দায়ের করতে হবে, অন্যথায় মামলা তামাদি হয়ে যাবে, যার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

(ঞ) *বহুল প্রচারিত জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণঃ*

জারী মামলা দায়েরের পর আদালত কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়ে আইন অনুযায়ী বহুল প্রচলিত একটি জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইন অনুযায়ী একটি স্থানীয় পত্রিকায়ও নিলাম বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে ।

(ট) এভাবে ২ বার নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও যদি ক্রেতা পাওয়া না যায় তাহলে ব্যাংকের আইনজীবীর মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান বাজার মুল্য আদালতের ডিক্রি মোতাবেক প্রাপ্য অর্থের চেয়ে কম হলে ৩৩(৫) ধারায় বন্ধকী সম্পত্তির ভোগ দখল ও বিক্রির অধিকার গ্রহণের আবেদন করতে হবে। এ পর্যায়ে ৩৩(৫) ধারায় ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রি না হলে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রক্ষিত মুল্য তালিকা থেকে ন্যস্ত সম্পত্তির মুল্য বাদ দিয়ে সময়মত ২য় জারী মামলা করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়, উপরোল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মামলা সমুহ দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব। ইতোমধ্যে বছরের ৩ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে উপরোক্ত দিক নির্দেশনা অনুসরন পুর্বক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

(নাসিমা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
তারিখ ঃ - ঐ -

নং-প্রকা/আইন-৭৯৫(অংশ-৫)/২০১৬-২০১৭/

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার,সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা কে মুল পত্রটি কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। নথি/ মহানথি।

(অশোক কুমার সাহা)
উপ- মহাব্যবস্থাপক